দুর্বল হয়ে যেত। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয় নি বলেই বিপ্লব এড়ানো সম্ভব হয় নি।

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি (দর্শন) ও ফরাসী বিপ্লব

ক্ষোভ, অসন্তোষ, ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক অহমিকা, দম্ভ ও হিংসা সমাজে যে অস্থির ও চঞ্চল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তা এক বিশেষ পরিস্থিতির চাপে বিপ্লবের আকৃতি নেয়। কিন্তু বিপ্লবের জন্য আরও একটি আবশ্যক শর্ত আছে। তা হলো বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি বা বিপ্লব মনস্কতা। রুদের ভাষায়— "It needed more than economic hardship, social discontent, and the frustration of political and social ambitions to make a revolution. To give cohesion to the discontionts and aspirations of widely varying social classes there had to be some unifying body of ideas, a common vocabulary of hope and protest, something, in short like a common 'revolutionary Psychology".", অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক ক্ষোভ বা রাজনৈতিক ও সামাজিক হতাশা থেকেই বিপ্লব হয় না। বিভিন্ন ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং একই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি যাতে সুস্পষ্ট রূপ পায়, তার জন্য চাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা, নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস এবং আদর্শগত একতা। এক অর্থে মানুষের মনেই বিপ্লব জন্ম নেয়। বিপ্লবের জন্য এই মানসিক প্রস্তুতি বা বিপ্লবমনস্কতা হয়ত কিছুটা অজ্ঞাতসারেই সৃষ্টি করেন বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ দার্শনিক শ্রেণী। ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের ভূমিকা বা অবদান কতটুকু ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করার আগে অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি সম্পর্কে তাই সংক্ষেপে দু একটি কথা বলে নি।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স তখন ইউরোপে জ্ঞান ও চিন্তার জগতে যে যুগান্তকারী আলোড়ন বা বিপ্লব এনেছিল, এক কথায় তাকেই আমরা বলি জ্ঞানদীপ্তি। ভাব জগতে এই বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন এক দল দার্শনিক, যাঁদের অধিকাংশের জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে। সুতরাং ফ্রান্স শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডেই ইউরোপের একটি অগ্রসর দেশ ছিল না; দর্শন ও সংস্কৃতিতে ফ্রান্স ছিল সম্ভবতঃ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দেশ। অষ্টাদশ শতকে চিন্তার জগতে যে বিপ্লব এসেছিল তার মূল কথা হলো যুক্তি। মধ্যযুগের মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে সব কিছু মেনে নিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন বিষয়ে

Scanned with CamScanner

তারা প্রশ্ন তুলতো না। অষ্টদশ শতকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ যুগের মানুষ সব কিছু যুক্তি তর্কের আলোকে বিশ্লেষণ করে তবেই তা গ্রহণ করে। এই কারণেই অষ্টাদশ শতকে যুক্তির যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। যুক্তিবাদ, প্রাকৃতিক আইন (natural law) ও মানবতাবাদ ছিল অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী ছিলেন মন্তেস্কু (Montesqueu), ভলতেয়ার (Voltaire) ও রুশো (Rousseau) জ্ঞানদীপ্তির প্রবীনতম প্রবক্তা হলেন মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)। অভিজাত পরিবারের সন্তান উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতাদর্শের পূজারী মন্তেস্কু ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার একজন অন্ধ অনুরাগী ও ভক্ত। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এত মোহবিষ্ট ও একপেশে ছিল যে, সেখানকার দোষত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা তাঁর চোখে পড়ে নি। তাঁর লেখা প্রথম বইয়ের নাম পার্সিয়ান লেটারস (Lettres Persanes) । এটি প্রকাশিত হয় ১৭২১ সালে। ফ্রান্সে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন, এমন দুজন ব্যক্তির কল্পিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি সমকালীন ফ্রান্সের অবস্থা ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। এইভাবে তিনি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, রাজপরিবার ও সভার দুর্নীতিমূলক জীবন ও কার্যকলাপ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সুবিধাবাদী অভিজাততন্ত্রের স্বার্থপরতার উপর তীব্র কষাঘাত করেন। রাজার আর্থিক অবস্থা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন— প্রতিবেশী স্পেনীয় রাজার মত তাঁর কোন সোনার খনি না থাকলেও তিনি তাঁর চেয়েও বেশি ধনবান, কেননা তাঁর সম্পদের উৎস হলো প্রজাদের অর্থ, যা কিনা সোনার খনিরও চেয়েও বেশি অক্ষয়। ১৭৩৪ সালে প্রকাশিত The Greatness and Decadance of the Romans গ্রন্থে তিনি বলেন যে, জলবায়ু, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসংখ্যা ইতিহাসের গতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোমান আইনেরও তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তবে তাঁর লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির নাম "স্পিরিট অব লজ" (De L'esprit des lois)। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ সালে। এই বইটির মধ্যেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ক্ষমতা বিভাজন নীতি প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন আইন, বিচার ও কার্যকরী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন কাম্য। তা না হলে স্বৈরতন্ত্রকে রোখা যাবে না। তাঁর ধারণা ছিল ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতার বিভাজন সম্পূর্ণ হ'য়েছিল। তাঁর এই ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল না। তাঁর এই গ্রন্থটি বিপুলভাবে জন সমাদৃত হ'য়েছিল এবং পরে আমরা দেখব ১৭৯১ সালের সংবিধান রচয়িতাগণ তাঁর এই ক্ষমতা বিভাজন নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। মন্তেস্কু কিন্তু সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর আদর্শ ছিল ইংল্যাণ্ডের মত সীমিত রাজতন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু এ কথাও বলেছিলেন যে, রাজা যদি জনকল্যাণের পরিবর্তে অত্যাচারী নীতি গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি প্রজাদের আনুগত্য দাবী করতে পারেন না। তাঁর এই আদর্শ ছিল স্বৈরতন্ত্র নীতির পরিপন্থী। মন্তেস্কুর চিন্তাধারা ও মতাদর্শের মধ্যে বৈপ্লবিক মননশীলতার রূপ থাকলেও, তিনি বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন না। চার্চ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার বিলোপের কথাও তিনি বলেননি। সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কেও তিনি নীরব ছিলেন।

অষ্টদশ শতকে চিন্তার জগতে বহুমুখী প্রতিভার জন্য খ্যাত ছিলেন ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)। তিনি ছিলেন একাধারে প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সাহিত্যিক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল শতাধিক। ব্যঙ্গ পরিহাসেও তিনি ছিলেন মন্তেস্কুর মতই সমান দক্ষ। মন্তেস্কুর মত তিনিও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও ইংল্যাণ্ডের ভক্ত

ছিলেন, তবে তা তার প্রতিনিধিমূলক সরকারের জন্য নয়; বরং সেখানকার মুক্ত পরিবেশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য। প্রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সঙ্গে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত যোগাযোগ। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল চার্চ। তিনি ছিলেন চার্চের দুর্নীতি ও গোঁড়ামির কঠোর সমালোচক। অন্ধ কুসংস্কার ও চার্চের অনাচার তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। চার্চও তাঁর এই সমালোচনার জন্য তাঁকে ক্ষমা করে নি এবং প্রতিহিংসা নিতে ছাড়ে নি। ভলতেয়ার কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবাদে আস্থাশীল ছিলেন। সহিষ্ণুতার নীতিতেও তিনি বিশ্বাস করতেন। রাজনীতি নিয়ে তিনি খুব একটা মাথা ঘামান নি। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। ব্রিটিশ দার্শনিক লকের (Locke) মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, সরকার হচ্ছে একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক প্রতিষ্ঠান এবং তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। তিনিও মন্তেস্কুর মত রাজতন্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার। তিনিও গণতন্ত্র সমর্থন করেন নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। সাধারণ মানুষকে তিনি ঘৃণার চোখেই দেখতেন। তাদের তিনি 'নিষ্ঠুর' ও 'নির্বোধ' বলে মনে করতেন। অহংকারী হিসাবেও তাঁর অখ্যাতি ছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ও পথের প্রবক্তা ছিলেন এ যুগের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রুশো (১৭১২—১৭৭৮)। রুশোর জীবনকাহিনী ছিল উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক; আর তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল সমকালীন সমস্ত দার্শনিকের চেয়ে অনেক বেশি চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক। ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র ও প্রেম ভালবাসা থেকে বঞ্চিত রুশোর চরিত্রে পরস্পর বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চরিত্রের কোমলতা ও কঠোরতা একই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। যুক্তিবাদকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর ভাবাবেগ। ভলতেয়ারের মত তিনিও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং লেখার জগতে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ ও অবাধ বিচরণ। তাঁর লেখা অসংখ্য বই-এর মধ্যে A Discourse on the Arts and sciences, A Discourse on the Origins of Inequality, The Social Contract, A Discourse on Political Economy, Emile প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুশো মনে করতেন যে "মানুষ স্বভাবতঃ সৎ ও সুখী। মানুষ যখন প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করতো তখন সেখানে কোন ভেদাভেদ ছিল না। মানুষ সুখেই বসবাস করতো, কিন্তু সমাজ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তার অসুখ ও অশান্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছেন— "মানুষ স্বাধীন হ'য়েই জন্মায়। কিন্তু আজ সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত।" কিন্তু মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি প্রচার করলেন তাঁর বিখ্যাত সামাজিক চুক্তি মতবাদ। মানুষের মুক্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য গড়ে তুলতে হবে রাষ্ট্র ও সমাজ। আর তা গড়ে তুলতে হবে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। জনগণের হাতেই থাকবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। এই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিফলিত হবে সাধারণের ইচ্ছা (General will)। তিনি বলেন সরকারের কাজ হলো সাধারণের এই ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করা এবং সেই অর্থেই দেশ শাসন করা। কিন্তু সরকার যদি এর অন্যথা করেন বা সাধারণের ইচ্ছা কার্যকরী করতে না পারেন, তাহলে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার

Scanned with CamScanner

অধিকার জনসাধারণের থাকবে। রুশোর এই আদর্শের মধ্যে একদিকে যেমন দৈবসত্ব নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হ'য়েছে, অন্যদিকে তেমনি জনগণকে সরকার বা রাজা অত্যাচারী হ'য়ে উঠলে এবং জনস্বার্থবিরোধী নীতি অনুসরণ করলে তার প্রতিকারকল্পে বিপ্লবের জন্য তৈরি থাকার ইঙ্গিতও দেয়া হ'য়েছে। রুশোর আদর্শ ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হলে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই বলে তিনি মনে করতেন। ধন সম্পদের সুষম বন্টন ছাড়া সাম্য আসতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে এ দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা; অন্যথা অত্যাচার ও শোষণের অবসান হবে না। স্বাধীনতা হ'য়ে উঠবে সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। রুশোর চিন্তাধারা সমসাময়িক ফ্রান্সকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। নেপোলিয়ানের মতে অন্যান্য দার্শনিকদের চেয়ে রুশোই ফরাসী বিপ্লবের জন্য বেশি দায়ী ছিলেন। তাঁর সাম্য ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিপ্লবীদের হাতিয়ারে পরিণত হ'য়েছিল। তবে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বহু অসঙ্গতি ছিল। সাধারণের ইচ্ছা বা general will সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্বচ্ছ বলে মনে হয় না। তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও অধিকার এবং সাধারণের ইচ্ছার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেন নি। অন্যদিকে তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণ বলে ঘোষণা করলেও ছোট ছোট সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন। তবু রুশ বিপ্লবের মধ্যে আমরা যেমন মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুঁজে পাই, তেমনই ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে রুশোর মতাদর্শ ও চিন্তার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে পারি।

মন্তেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো ছাড়াও ফ্রান্সে আরো কয়েকজন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্যান্য চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের আমরা দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারি— (১) বিশ্বকোষ সংকলকগণ ও (২) ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত কয়েক জন অর্থনীতিবিদ। জ্ঞানদীপ্তির যুগে যাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার জ্ঞানলব্ধ ফসল জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেনিস দিদেরো (Denis, Diderot), দালেমবেয়ার (D'Alembert), হলবাখ (Holbach), হেলভেটিয়াস (Helvetius) প্রভৃতি দার্শনিক। এঁদের উদ্যোগে ও উদ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত বিশাল এক বিশ্বকোষ। অঙ্ক, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধশালী ছিল এই বিশ্বকোষ। মন্তেস্কু ও ভলতেয়ারের মত বিশ্বকোষ রচয়িতারাও ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র কাঠামো ও সংবিধানের ভক্ত। তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শাসনতন্ত্রেরও প্রশংসা করেছেন। তাঁদের রচনায় ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদকেও সমালোচনা ও আক্রমণ করা হ'য়েছে। আবার এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জড়বাদী। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অনেকে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এক কথায় বলতে পারি বিশ্বকোষ ছিল জ্ঞানের খনি। বিশ্বকোষ রচয়িতাদের মধ্যে দেনিস দিদেরোর (১৭১৩-১৭৮৪) একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। জগতের কল্যাণই ছিল তাঁর চিন্তার মূল বিষয়। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও বস্তুবাদী। ধর্মীয় চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন নাস্তিক। তবে তাঁর চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতা

লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বকোষের ভূমিকা লিখেছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক দালেমবেয়ার (১৭১৭-১৭৮০)। তিনিও চার্চের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। বিশ্বকোষের আর এক লেখক হেলভেটিয়াসের গবেষণার বিষয় ছিল মানুষের মন ও নৈতিকতা বোধ। তাঁর মতে মানুষ সুখ সন্ধানী এবং ভোগবাদকে কেন্দ্র করে তার নীতি গড়ে উঠেছিল। তিনিও চার্চের কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং এর জন্য তিনি চার্চের কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

নৈতিকতা এবং দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে হেলভেটিয়াস যে উপযোগবাদ ও ভোগবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তাকেই অর্থনীতির জগতে প্রয়োগ করেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কুয়েসনো (Quesna) (১৬৯৪—১৭৭৪)। তিনিই ছিলেন ফিজিওক্রাট অর্থনীতির উদ্গাতা। ইংল্যাণ্ডে এই মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন এ্যাডাম স্মিথ। ফরাসী অর্থনীতিবিদরা ছিলেন এঁরই অনুগামী। ১৭৫৮ সালে প্রকাশিত ট্যাবলো ইকনমিক (Yableau Economique) গ্রন্থে কুয়েসনো (Quesna) তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন মিরাবো (Mirabeau ১৭১৫—৮১), তুর্গো (Torgot-১৭২৭-১৭৮১), নেমুর (Nemours—১৭৩৯—১৮১৭) গুর্নে (Gournay —১৭১২—১৭৫৯) ইত্যাদি। ফিজিওক্রাট কথাটির উদ্ভাবন করেন নেমুর আর গুরণে উদ্ভাবন করেন লেসে ফেয়ার (laissez faire) কথাটি। হেলভেটিয়াসের মত ফিজিওক্রাটসরাও বিশ্বাস করতেন যে আনন্দ ও বেদনা জীবনের দুটি দিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই যে কোন সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক নীতি। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল তাঁদের চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সেইজন্যই তাঁরা মনে করতেন যে মানুষ নিজেই তার স্বার্থরক্ষার সবচেয়ে বড় বিচারক এবং তার অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কঠোর সমালোচনা করেন তাঁরা। তাঁরা সমকালীন যুগের মার্কেন্টাইল মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। এই জন্য তাঁরা অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। অভ্যন্তরীণ শুল্ক নীতির কঠোর সমালোচনা করে তাঁরা খোলা বাজার নীতির সুপারিশ করেন। তাঁদের এই চিন্তাধারাকে উদার অর্থনৈতিক মতবাদ বলা হয়। এঁদের এই অবাধ নীতিরই অপর নাম লেসে ফেয়ার (Laissez faire)। এঁরা আর একটি নীতি বা তত্ত্বের উপরও খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁরা মনে করতেন জমিই হচ্ছে সমস্ত সম্পদের উৎস এবং কৃষিকার্যের মাধ্যমেই সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। তাঁরা আরও মনে করেন প্রত্যেকেরই উচিত ভূমিকর প্রদান করা। সুতরাং যাজক, অভিজাত ও বুর্জোয়া প্রত্যেককেই এই ভূমিকর দিতে হবে। ফিজিওক্রাটস্‌রা কিন্তু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র মেনে নিতে আপত্তি করে নি, অবশ্য যদি রাজার অর্থনৈতিক নীতি তাদের মতাদর্শের পরিপন্থী না হয়।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে বুফোঁ (Buffon—১৭০৭-৮৫), মাবলি (Mably—১৭০৯-৮৫), কন্দরসে (Condorset—১৭৪৩-৯৪) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বুফোঁ বিজ্ঞানের সাধক হলেও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মাবলি ফ্রান্সে সামাজিক অবিচারের জন্য সামন্ত প্রভুসহ সমাজের সমস্ত বিত্তবান শ্রেণীকেই দায়ী করেছিলেন। তিনি ফ্রান্সে সামাজিক বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

কন্দরসে ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ তিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পূজারী। কন্দরসে ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের একজন অগ্রগণ্য প্রবক্তা ছিলেন মেসলিয়ে (Jean Meslier—১৬৬৪–১৭৩৩) নামে একজন ধর্মযাজক। তিনি যাজকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র সব কিছুরই তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মুক্তির জন্য শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের আরও প্রবক্তা হলেন মরেলী (Morelly) ও ল্যাঙ্গে (Linguet)। মরেলী মনে করেন অতিরিক্ত লোভই সমাজের নৈতিক অধঃপতনের কারণ। তিনি সম্পত্তির মালিকানা নির্মূল করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ল্যাঙ্গেও ব্যক্তিগত মালিকানার সমালোচনা করেন।

ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের রচনার কি বা কতটুকু সম্পর্ক ছিল, কিংবা ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকরা কতটুকু দায়ী ছিলেন এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক ও মতবিরোধের অন্ত নেই। ফরাসী বিপ্লবের প্রায় জন্ম লগ্ন থেকেই এই বিতর্কের সূচনা এবং আজও তার অবসান হয় নি। ১৭৯০ সালেই বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক এডমন্ড বার্ক (Burke) ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দার্শনিকদের "চক্রান্ত" আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ফ্রান্সের মানুষের কাছে অনভিপ্রেত ছিল না এবং তা পরিবর্তনের জন্যও তাঁরা ব্যাকুল হয় নি। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রকাঠামো ফ্রান্সের তুলনায় উন্নত হ'লেও ফ্রান্সের মানুষ তা নিয়ে কোন অভিযোগ করে নি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার উন্নতি করার অবকাশ ছিল। কিন্তু বিপ্লব ফ্রান্সের মানুষের সর্বনাশের জন্য দায়ী ছিল। এই বিপ্লব ফ্রান্সের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিল। আর এ সবের জন্য দায়ী ছিলেন দার্শনিকরা। তাঁরাই ফ্রান্সের মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এই সর্বনাশের পথ খুলে দিয়েছিলেন। দার্শনিকদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তাঁর মতে রুশো ছিলেন উন্মাদ আর ভলতেয়ার ফাজিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে বার্ক এই ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদেরই দায়ী করেছেন। ১৭৯০ এর দশকে বার্কের এই 'চক্রান্ত' তত্ত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান অ্যাবে বারুয়েলের (Abbe' Barruel) মত কয়েকজন emigree বা দেশত্যাগী। এর পর যাঁরা ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের দায়ী করেছেন বা তাঁদের ভূমিকা স্বীকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে তেন (Taine), তকভিল (Tocqueville), রুস্তান (Roustan), মাদেলা (Madelin), সেতেব্রিয়া (Chateaubriand), হল্যাণ্ড রোজ, (Holland Rose), বারনেভ (Barnave), রুদে (Rude), প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের সবাই অবশ্য একই ভাষায় কথা বলেন নি। যেমন বার্কের মত তকভিলও ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের রচনার প্রভাব স্বীকার করলেও বার্ক যা অস্বীকার করেছেন, তিনি তা স্বীকার করেছেন। তিনি বার্কের 'চক্রান্ত' তত্ত্ব সমর্থন করেন নি। কিন্তু দার্শনিকদের ভূমিকার কথা স্বীকার করেও তিনি একথাও বলেছেন যে, সরকারের দোষত্রুটি ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ এই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল। তিনি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এবং তার ভাঙ্গন ধরেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। হল্যাণ্ড রোজ এর মতে দার্শনিকগণ মানুষের মনে যে আশার সৃষ্টি করেছিলেন, তাই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

অন্যদিকে এমন অনেক ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদানকে হয় অস্বীকার করেছেন নয় তা খাটো করে দেখেছেন। বলা বাহুল্য এঁরা এঁদের প্রতিপক্ষদের বক্তব্য ও যুক্তি মানেন নি এবং তা খণ্ডন করেছেন। যেমন ১৮০১ সালেই মুনিয়ে (Mounier) বার্কের 'চক্রান্ত' তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে বলেন ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের চক্রান্তের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সংকটই পুরাতনতন্ত্রের পতন ডেকে এনেছিল। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, দার্শনিকরা পুরাতনতন্ত্রের দুর্নীতি দূর করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যাই হোক মুনিয়ে ছাড়া অন্যান্য যে সব ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের অবদান অস্বীকার করেছেন বা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ম্যালে দু পান (Mallet du Pan), জোরেস (Jaures), মাতিয়ে (Mathiez), থিয়ার্স (Thiers), মিগনে (Mignet), মিশলে (Michelet), লেফেভর (lefebvre), লাব্রুস (Labrousse), মর্নে (Mornet), গুডউইন (Goodwin), কোব্যান (Cobban), মর্সস্টিফেন্স (Morse Stephens) প্রভৃতি ঐতিহাসিকের নাম অগ্রগণ্য। এঁরা ফরাসী বিপ্লবের জন্য মূলতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন মর্স স্টিফেন্স স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— 'The causes of the movement were chiefly economical and political, not plilosophical, or social."[৮] লেফেভরের মতে কৃষকদের দুরবস্থাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ। তিনি লিখেছেন— "The condition of the peasants was undoubtedly a prime cause of the revolution." লেফেভর, লাব্রুস প্রভৃতি ঐতিহাসিকও অর্থনৈতিক কারণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা ও অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড্যানিয়েল মর্নে, যিনি আসলে ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক, জোর দিয়েছেন পরিসংখ্যার উপর। অর্থাৎ তিনি এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন দার্শনিকদের রচনার পাঠক সংখ্যার ভিত্তিতে। কোন শ্রেণীর পাঠক তাঁদের রচনা পড়তো, তাও তিনি খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তারপর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দার্শনিকদের রচনা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করে নি। বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল রাজনৈতিক অবস্থা। তবে রাজনৈতিক ঘটনাগুলি অনেকাংশে প্রভাবিত হ'য়েছিল দার্শনিকদের রচনার দ্বারা। রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল পুরাতনতন্ত্রের ক্ষোভ ও অসন্তোষ থেকে। পুরাতনতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনকে বিষিয়ে দেন দার্শনিকেরা। দার্শনিকরা ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিপ্লবের জন্য কোন পরিকল্পনা বা চক্রান্ত করেন নি। মর্নে শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জ্ঞানদীপ্তি না থাকলে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসের গতি ভিন্ন প্রকার হতো। তাঁর মতে দার্শনিকদের রচনা ও চিন্তাধারা পুরাতনতন্ত্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না। পুরাতনতন্ত্রের পতনের জন্য অন্য কোন কারণ দায়ী ছিল। লেফেভর বলতে চেয়েছেন যে, বিপ্লবের জন্য জ্ঞানদীপ্তি দায়ী নয়। তবে যে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, জ্ঞানদীপ্তি ছিল তাদের মতাদর্শের উৎস। বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থান দার্শনিকদের মতাদর্শ তুলে ধরেছিল এবং তাদের বিজয় দার্শনিকদের মতাদর্শের বিজয়। অন্যদিকে কোব্যান মনে করেন যে, ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা এত বিক্ষিপ্ত ও অনেক সময় এত পরস্পর বিরোধী ছিল যে, তাদের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল বলে মনে হয় না। তিনি আরও মনে করেন যে, বিপ্লবের মধ্যে প্রতিফলিত

হ'য়েছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া। বিপ্লবের মধ্যে নয়, প্রাক্ বিপ্লব যুগে সংস্কারের মধ্যেই তিনি দার্শনিকদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। জোয়ান ম্যাকডোন্যাল্ড (Joan McDonald) ফরাসী বিপ্লবে রুশোর প্রভাব পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন। ফরাসী বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীরা রুশোর রচনার দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হন নি। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে তাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হ'য়েছিল বিপ্লবের পরে। গুডউইন তার "The French Revolution." গ্রন্থে দার্শনিকদের সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নি।

ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডেভিড টমশন (David Thomson) একটু ভিন্ন ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই বিপ্লব ঘটানোর জন্য দার্শনিকদের একটা ভূমিকা আছে; তবে তা কিছুটা দূরবর্তী ও পরোক্ষ। তাঁর কথায়—("The connexion between their (Philosophers) ideas and the outbreak of revolution in 1789 is somewhat remote and indirect.") দার্শনিকরা বিপ্লব প্রচার করেন নি; বরং যে সরকার তাঁদের পৃষ্টপোষকতা করতে প্রস্তুত ছিল, তাকেই তাঁরা সমর্থন করতে রাজী ছিলেন। তাঁদের বুর্জোয়া পাঠকরাও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ফ্রান্সকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তার সঙ্গে দার্শনিকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর মতে বিপ্লব ঘটাতে নয়, বরং বিপ্লব চলাকালীনই দার্শনিকদের রচনা গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল এবং বিপ্লবীরা তাঁদের দোহাই দিয়ে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যা দার্শনিকরা নিজেরাই সমর্থন করতেন না। কিন্তু বিপ্লবের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, দার্শনিকরা তা মিটিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, দার্শনিকদের রচনা পাঠ করে সাধারণ মানুষ পুরাতনতন্ত্র সম্পর্কে ভক্তি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হ'য়ে উঠেছিল সমালোচনামূলক ও যুক্তিবাদী। কাজেই পরোক্ষ হলেও দার্শনিকদের একটা ভূমিকা অবশ্যই ছিল।

এতক্ষন পরস্পর বিরোধী দুই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের অভিমত বর্ণনা করা হলো। এবার আমরা বিশ্লেষন করবো তাঁদের যুক্তি। প্রথমে আমরা ব্যাখ্যা করি তাঁদের বক্তব্য, যারা ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা স্বীকার করেন না। এঁদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো এই যে, যে ঘোরতর অর্থনৈতিক সংকট ফ্রান্সকে এক চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তা সমাধান করা যায় নি বলেই বিপ্লব হয়েছিল। ডেভিড টমশনের ভাষায় এই অর্থনৈতিক সংকটই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। এই অর্থনৈতিক সংকট কেন বা কিভাবে হ'য়েছিল এবং কেন তা শেষপর্যন্ত সমাধান করা সম্ভব হয় নি, সে সব কথা আমরা আগে বলেছি। * যাই হোক এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সঙ্গে দার্শনিকদের সামান্যতম কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং বিপ্লব সৃষ্টির জন্য দার্শনিকদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। এ যুক্তি অকাট্য। আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, দার্শনিকরা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী ছিলেন না। আর এই অর্থনৈতিক সংকটই যে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, তাও সর্ব প্রকার বিতর্কের ঊর্ধে। তবে এই অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব এবং তার ব্যর্থতার জন্য দার্শনিকদের দায়ী করার প্রশ্ন কেন উঠবে, সেটাই আমাদের প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা অর্থনীতির সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়, তাদের আসামীর কাঠগোড়ায় তোলার চেষ্টা নিরর্থক।

এঁদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো দার্শনিকরা বিপ্লব প্রচার করেন নি বা তা সমর্থন করেন নি। তাঁদের আদর্শ ছিল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার। তাঁদের একটা দুঃখ ছিল এই যে, অষ্ট্রিয়া,

* ৫১ পৃষ্ঠা থেকে ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

রাশিয়া বা প্রাশিয়ার রাজা বা রাণী যেমন তাঁদের সমাদর করতেন, পত্রালাপ করতেন এবং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, ফ্রান্সের রাজারা তা করতেন না। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না কথাটা বোধ হয় সব দেশেই সত্য। যাই হোক দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, দ্বিতীয় যোশেফ বা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ যেমন ফরাসী দার্শনিকদের রচনা পাঠ করে এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে জনকল্যাণার্থে নানাবিধ সংস্কার জারী করতেন, ফ্রান্সের রাজারা তা করেন নি। এই ক্ষোভ থাকলেও তাঁরা কিন্তু বিপ্লবের কথা বলেন নি। মন্তেস্কুর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর যতটা সহানুভূতি ছিল, তার চেয়েও বেশি সহানুভূতি ছিল অভিজাততন্ত্রের প্রতি। তিনি কোন সামাজিক বিপ্লব চান নি। ভলতেয়ারের আদর্শ ছিল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার। তিনি চান নি প্রজারা বিদ্রোহ করুক। এমন কি রুশো জীবিত থাকলে সাঁ কুলোৎরা যেভাবে তাঁর মতাদর্শ প্রয়োগ করেছিল ১৭৯৩ সালে, তা তিনি সমর্থন করতেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া বিপ্লব শুরু হবার আগেই অধিকাংশ দার্শনিক মারা যান। সুতরাং বিপ্লবে তাঁদের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। এই ধরণের বক্তব্য সত্য হলেও অকাট্য নয়। অর্থাৎ দার্শনিকরা যে বিপ্লব প্রচার করেন নি, বা তাতে অংশ নেন নি এবং তাঁদের অনেকেই যে বিপ্লব শুরু হবার আগেই মারা যান, এ সব তথ্য অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু তাঁরা বিপ্লব প্রচার করবেন, বা তাতে অংশ নেবেন— এ ধরণের আশা আমরা তাঁদের কাছে কেন করবো? তাঁদের কাজ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করা বা নেতৃত্ব দেয়া নয়; তাঁদের কাজ হলো সমকালীন যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে ধরা, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেয়া। দার্শনিককে একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও নেতা হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। পৃথিবীর অন্য কোন বিপ্লবেও এই দুই ভিন্নধর্মী ভূমিকা বা দায়িত্ব এক ব্যক্তিকে পালন করতে হ'য়েছে, এমন নজির পাওয়া ভার। সব শেষে বিপ্লবের সময় দার্শনিকদের বেঁচে থাকতেই হবে, এমন দাবী করাও অসঙ্গত। রুশ বিপ্লবের সময় কি কার্ল মার্কস্ জীবিত ছিলেন? কিন্তু তার জন্য রুশ বিপ্লবে মার্কসবাদের প্রভাব পড়তে কোন অসুবিধা হয় নি। আমরা সবাই জানি লেনিন ছিলেন মার্কসের মন্ত্র শিষ্য। আসলে দার্শনিকদের মৃত্যু হলেও তাঁদের মতাদর্শ অমর থাকে।

এঁদের তৃতীয় যুক্তি হলো দার্শনিকদের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা বা কর্মসূচী ছিল না। এক এক জন নিজের মত করে বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই বিপ্লবীদের পক্ষে তাঁদের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অনেক সময় অভিযোগও করা হয় যে, দার্শনিকরা পুরোপুরিভাবে পুরাতনতন্ত্রের সমালোচনা করেন নি। এই সব অভিযোগ সর্বাংশে ভিত্তিহীন নয়। তবে দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য অস্বাভাবিক নয়। এমনকি বোধহয় অনভিপ্রেতও নয়। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, কোন কোন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। যেমন ফিজিওক্রাটরা ছাড়া সমস্ত দার্শনিকই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ফিজিওক্রাটরা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাই তাঁদের পক্ষে এ দিকে নজর দেওয়া হয়ত সম্ভব হয় নি। তবে তাঁরাও অর্থনৈতিক

Scanned with CamScanner

ক্রিয়াকলাপে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির সমালোচনা করেছিলেন। আবার ক্যাথলিক ধর্মের দুর্নীতি ও চার্চবিরোধী মনোভাব নিয়েও দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। অন্যদিকে দার্শনিকরা সব সময় পুরাতনতন্ত্রকে সমর্থন করেন নি। তাঁদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক দিকও ছিল। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আমাদের রুশোর কথা মনে পড়ে।

ফরাসী বিপ্লবের জন্য যাঁরা দার্শনিকদের ভূমিকা ও অবদানের কঠোর বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের সম্ভবতঃ সব চেয়ে জোরালো যুক্তি হলো এই যে, দার্শনিকদের পাঠক সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। মূলতঃ শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ই ছিল দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষক ভক্ত। কিন্তু পাঠক সংখ্যা সীমিত ছিল বলেই দার্শনিকদের প্রভাবকে লঘু করে দেখা অনুচিত। মনে রাখা দরকার সংখ্যালঘু হলেও ফ্রান্সের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ই ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে সব চেয়ে বেশি সচেতন। তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ যেমন ছিল, তেমনি দার্শনিকদের রচনা পাঠ করে তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্মও হ'য়েছিল, যা সমকালীন ফ্রান্সে পরিপূর্ণতা পাবার কোন সম্ভাবনা বা সুযোগ ছিল না। এটাই তাদের বিপ্লবমনস্ক করেছিল। জ্যাকোবিন নেতা দাঁতঁ (Danton) আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন— " The old regime drove us to (revolution) by giving us a good education without opening any opportunity for our talents." কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় অভিজাতদের মধ্যেও অনেকে দার্শনিকদের লেখা পড়তেন। Chaussinand Nogaret লিখেছেন— "To have access to education was not strictly a privilege of birth, but rather one of wealth. The rich middle classes also took advantage of it, and in the best school the sons of tax-farmers rubbed shoulders with the sons of duke and princes of the blood". বস্তুতঃ জ্ঞানদীপ্তি ছিল সংখ্যালঘু শিক্ষিতদের নিয়ে ও তাদের জন্যই গড়ে ওঠা এক আন্দোলন। সাধারণ লোক তাঁদের রচনা পড়তো না। ফ্রান্সে এই সময় নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিল না। ১৬৮০ থেকে একশ বছরের মধ্যে ফ্রান্সে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা শতকরা ত্রিশ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগে। কিন্তু তা'হলেও দার্শনিকদের পাঠক সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কাজেই পাঠক সংখ্যা যেখানে সীমিত, সেখানে দার্শনিকদের রচনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার কোন যুক্তি নেই বলেই তাঁরা মনে করেন। কিন্তু এই ধরনের যুক্তির মধ্যেও যথেষ্ট ফাঁক আছে। প্রথমতঃ কোন সমাজেই দার্শনিকদের পাঠক সংখ্যা খুব বেশি হয় না। উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছাড়া তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু সকলে অনুধাবন করতে পারে না। অধিকাংশ বিপ্লবেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ নেতৃত্ব দেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নেন বা সমর্থন করেন। কাজেই সবাইকেই যে দার্শনিকদের রচনা পাঠ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আসলে চেতনা ছাড়া বিপ্লব হয় না এবং মার্কস যথার্থই বলেছেন যে শুধু অর্থনৈতিক দুরবস্থা বা ক্ষোভ অসন্তোষই বিপ্লব সৃষ্টি করে না; তার জন্য চাই বিপ্লবমনস্কতা আর চেতনাই বিপ্লবমনস্কতার জন্মদাতা। দার্শনিকদের রচনা এই চেতনার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই চেতনা সৃষ্টির জন্যও দার্শনিকদের মূল রচনা পাঠ অত্যাবশ্যক নয়। দরিদ্র নিষ্পেষিত মানুষের অবচেতন মনে এক ধরনের স্বাভাবিক অনুভূতি বা চেতনা থাকে। অত্যাচার ও শোষণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত তাদের সাধ্যাতীত হতে পারে; কিন্তু তারা তাদের শোষক ও অত্যাচারীকে চিনতে ভুল করে না। শোষণ

ও অত্যাচারের স্বরূপ সম্পর্কেও তাদের ধারণা অস্পষ্ট নয়। কাজেই দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও বিপ্লবের জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। তাছাড়া দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ একেবারেই ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হবে। অবশ্য এই যোগাযোগ ছিল পরোক্ষ। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ দু-ভাবে দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছিল— প্রথমতঃ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে। লক্ষণীয় ১৭৭৭ সালের আগে ফ্রান্সে কোন নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা ছিল না। ঐ বছর Journal de Paris নামে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর পর মাত্র দু-বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৭৭৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সে বিভিন্ন ধরনের মোট ৩৫টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিপ্লবের বছরে, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৬৯টি। মাত্র ১১ বছরের মধ্যে সংবাদ পত্র পত্রিকার এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির তাৎপর্য অনস্বীকার্য। অর্ধ শিক্ষিত মানুষ এই সব পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বৈপ্লবিক মতাদর্শের সংস্পর্শে আসে। দ্বিতীয়তঃ নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত মানুষও বিভিন্ন সভা সমিতিতে, হাটে বাজারে, কফি হাউস, ট্যাভার্নে যে সব সমসাময়িক সমস্যা ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতো তা থেকেও অনেক কিছু জানতে পারতো। অন্যদিকে দার্শনিকদের রচনা ছাড়াও অন্য দু-ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। প্রথমটি হলো বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে। থিয়েটার, লোক সঙ্গীত, বিভিন্ন একাডেমীতে আলোচনা চক্র, এমন কি বই বিক্রির মাধ্যমেও সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়। বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রজাদের যে সব অভিযোগ কেইয়ার্স (cahiers) বা আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছিল, তা থেকেও সাধারণ মানুষ অনেক কিছু জানতে পেরেছিল। এই কেইয়ার্সের মধ্যে অভিজাত শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়াও তুলে ধরা হ'য়েছিল। তাছাড়া সরকারের বিরোধিতায় পার্লামেন্টের ভূমিকাও জনগণের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করেছিল। পার্লামেন্টের সদস্যরা কেবল নিজেদের জাতীয় স্বার্থের প্রতীক বলেই প্রতিপন্ন করেন নি, তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদের মাধ্যমে জনমতের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। জে, এস, ব্রমলে (J. S. Bromley) মন্তব্য করেছেন—"Perhaps they, (the Parlements) were the real educators of the sans culottes". দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল কিছুটা কৌতুকপূর্ণ। অশ্লীল শব্দে ফ্রান্সের রাজ পরিবারের সদস্যদের, বিশেষতঃ রাণী মারী আঁতোয়ানেতের ব্যাভিচার, স্বেচ্ছাচার ও বিকৃত যৌন জীবনের রোমাঞ্চ কাহিনী ফলিয়ে ফলিয়ে বর্ণনা করা হতো উপন্যাস বা বিভিন্ন প্রচার পত্রে। শহরে রাস্তার ফেরিওয়ালা ও গ্রামাঞ্চলে ফড়েরা এই সব রোমাঞ্চ কাহিনী বিলি করতো। রবার্ট ডার্নটন (Robert Darnton) দেখিয়েছেন কি ভাবে কিছু শিক্ষিত প্রজন্ম, যারা সমাজের উচ্চতলায় প্রবেশাধিকার পায় নি বা বুদ্ধিজীবী হিসাবে নাম করতে পারে নি, এইভাবে পয়সা কামাতে এই সব উপন্যাস বা পুস্তিকা রচনা করতো। বলা বাহুল্য এই সব উত্তেজনাপূর্ণ ও বিকৃত কাহিনী পাঠ করে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ রাজ পরিবার সম্পর্কে অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধ অনুভব করতো। অভিজাত পরিবারের কেচ্ছা কাহিনীও একই ভাবে সাধারণ মানুষকে ক্ষিপ্ত করেছিল।

ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের ভূমিকা ও অবদান নিয়ে কিন্তু অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন বার্ক এবং কিছুটা কার্লাইলও। বার্কের পক্ষে যুক্তি যাই থাক, দার্শনিকদের সম্পর্কে তাঁর 'চক্রান্ত' বা "ষড়যন্ত্র" তত্ত্ব এবং রাণী আঁতোয়ানেতের ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁর দুঃখ আমরা মন থেকে মেনে নিতে পারি না। ফ্রান্সের মানুষের দুরবস্থা—

খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুরবস্থা— এ সব কিছু নিয়েই তিনি মাথা ঘামান নি। কিন্তু রাণীর দুঃখে তিনি চোখের জল ফেলেছেন। টম পেন তাই কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছিলেন— তিনি পালককে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে মুমূর্ষু পাখীটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কার্নাইলও অভিজাত সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ও রাণীর প্রতি দুঃখে অভিভূত হ'য়েছিলেন। তিনিও ফ্রান্সের দুর্গতির জন্য দার্শনিকদের দায়ী করেছিলেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের জন্য কেবল মাত্র দার্শনিকদের ঘাড়ে দোষ চাপানো অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। বস্তুতঃ দার্শনিকরা বিপ্লব ঘটিয়েছেন— এ কথা বলা অসঙ্গত। বরং তারা অনেকেই বিপ্লব চান নি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্স যে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল, তাই ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এবং সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দীর্ঘ দিনের জমে থাকা ক্ষোভ ও অসন্তোষ। লেফেভর ঠিকই বলেছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে ফ্রান্সের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। কিন্তু দার্শনিকরা চান বা না চান তবু বিপ্লব হ'য়েছে। তাঁদের অনিচ্ছা ও বিরোধিতা বিপ্লব আটকাতে পারে নি। রুদের সঙ্গে আমরা এক মত যে, কেবল অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক ক্ষোভ বা সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার হতাশাই বিপ্লব সৃষ্টি করে না; তার জন্য চাই বিপ্লবমনস্কতা বা মানসিক প্রস্তুতি। দার্শনিকরা মানুষের চোখ ফুটিয়েছিলেন, তাকে সচেতন করেছিলেন এবং এ সবই তাঁরা করেছিলেন নিজেদের অজ্ঞাতে। তাঁদের রচনা পড়েই যা তাঁদের মতাদর্শের সংস্পর্শে এসেই মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, হ'য়েছিল অনুপ্রাণিত। আমরাও দার্শনিকদের কাছে এইটুকু আশা করতে পারি। তবে দার্শনিকদের রচনা পড়ে সাধারণ মানুষের চোখ ফুটলেও রাজার চোখ ফোটেনি। তিনিও দার্শনিকের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতেন, যেমন হ'য়েছিলেন অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার শাসকেরা। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের সমস্যার সমাধান করতে তিনিও সচেষ্ট হতে পারতেন। তাহ'লে হয়ত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনেকটা দুর্বল হ'য়ে যেতে পারতো। ডেভিড টমশন ঠিকই বলেছেন যে 'Only a monarch prepared to be a revolutionary could have escapect from the dilemma'.[১৩] কিন্তু রাজার অক্ষমতা, অযোগ্যতা এবং সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়তার অভাব এই সমস্যা সমাধানের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের একগুঁয়েমি মনোভাবও সমাধানের পথ আটকে দিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে দার্শনিকের মতাদর্শ অপেক্ষা তা গ্রহণে রাজতন্ত্রের অক্ষমতা সংকটকে জটিল করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় এবং তখনকার দিনে কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় দার্শনিকরাই হ'য়ে দাঁড়ান রাজনৈতিক মঞ্চের নেতা। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শনিকরা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হ'লেও তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তাঁদের ভাবনা চিন্তা ও পুরাতনতন্ত্রের নানা দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার উপর তাঁদের তীব্র কষাঘাত ও আক্রমণ পুরাতনতন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্লানিং (Blanning) যথার্থই বলেছেন— "It was the old regime's inability to adapt which made the French enlightenment a destabilisiing force."[১৪] তাঁদের রচনার সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মেছিল, তা বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। ডেভিড টমশন তাঁদের প্রভাবকে 'সুদূর পরাহত' (remote) বলে হয়ত তাঁদের ভূমিকাকে একটু ছোট করে দেখেছেন, কিন্তু পরোক্ষ (indirect) বলে কোন অন্যায় করেন নি।

একথা স্বীকার্য যে পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছিল। বই এর বই দাম বেশি হ'লেও তা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী হতো, বিশেষতঃ ১৭৭০ সালের পর থেকে। ভলতেয়ার খুব জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। দূর প্রাদেশিক রাজধানীতেও বিশ্বকোষ ভালই বিক্রী হতো। অন্যান্য লেখকদের বইএরও ভাল কাটতি ছিল। তাছাড়া প্রাদেশিক এ্যাকাডেমির লাইব্রেরী থেকে অনেকে বইপত্র সংগ্রহ করতো। ১৭১০ সালে এই ধরণের এ্যাকাডেমির সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি। কিন্তু ১৭৮৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৫টিতে। বিপ্লবের আগেও যে দার্শনিকদের রচনা জনমত গঠন করেছিল, তা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের পালর্মর প্রতিবেদনগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। মন্তেস্কু ও রুশোর প্রভাব এখানে স্পষ্ট। চার্চ বিরোধী মনোভাবের জন্যও দার্শনিকরা যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য জনসমর্থন সক্রিয় ছিল। বস্তুতঃ দার্শনিকদের প্রভাবেই ১৭৭০ ও ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্সের মানুষ সরকারী প্রশাসন সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে; সরকারের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, জনমত দমন করার জন্য চতুর্দশ লুই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন। আপত্তিকর ও বিতর্কিত পুস্তকের প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হ'য়েছিল। যার ফলে অনেক বই ফ্রান্সে প্রকাশিত না হয়ে বাইরে থেকে, বিশেষতঃ নেদারল্যাণ্ড থেকে তা প্রকাশিত হতো। যাই হোক চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর এই সব নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে শিথিল হ'য়ে যায়। পরের দিকে অবশ্য আবার কিছুটা কড়াকড়ি করা হ'য়েছিল। কিন্তু এই সব কড়াকড়ির ফলেই আবার বিতর্কিত পুস্তকগুলি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল। কাজেই দার্শনিকদের চিন্তাধারা মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

দার্শনিকদের রচনা ছাড়া অন্য একভাবেও ফ্রান্সে জনমত গঠিত হ'য়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার সাফল্য মানুষকে অণুপ্রাণিত করেছিল। আমেরিকানরা সংগ্রাম ও তার সাফল্যের মধ্যেই ফ্রান্সের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের অবদমিত স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্খার অভিব্যক্তি। উভয় দেশের অবস্থা তুলনা করে তাদের মনে হ'য়েছিল, আমেরিকানার যা করতে পারে, তারা তা কেন করতে পারবে না? আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্যারিসে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনিই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। আমেরিকা নিয়ে ফ্রান্সে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হ'য়ে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ যেমন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ভাঙ্গন সম্পূর্ণ করেছিল, তেমনি তা ফ্রান্সের মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেও বিপ্লবের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালের অনেক বিপ্লবীরই হাতেখড়ি হ'য়েছিল এই যুদ্ধে। এখান থেকে তারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা তাদের পাথেয় হ'য়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের ফ্রান্সের বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক সেন্ট সাইমন নিজে স্বীকার করেছিলেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা থেকেই তিনি বিপ্লবের প্রথম পাঠ গ্রহন করেছিলেন।

কেন এই বিপ্লব? তর্ক-বিতর্ক

কেন ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব হ'য়েছিল? এর জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট না দার্শনিকদের রচনা— কোনটি বেশি দায়ী ছিল? এই বিপ্লব অনিবার্য ছিল কি না, বা তা এড়ানো সম্ভব ছিল না? —এই সব জটিল ও অত্যন্ত

Scanned with CamScanner